প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের আগুন

মৃণাল সেন

সম্পাদনা
বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়
সজল আহমেদ

প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের আগুন মৃণাল সেন
সম্পাদনা : বাণীব্রত মুখোপাধ্যায় ও সজল আহমেদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২২

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা
দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৬৫০ টাকা

Pratibader Bhasha, Pratirodher Agun Mrinal Sen Edited by Banibrata Mukhopadhyay & Sajal Ahmed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: July 2022
Phone: 02-9668736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 650 Taka Rs: 650 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94897-0-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

জীবনের সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে,
মানুষের জীবন মাত্র একটিই।

সম্পাদকের কলমে

এক.

শুভঙ্কর স্ট্রেট ড্রাইভ করল। বলটা একদম পিচ রাস্তা ঘেঁষে দুজন ফিল্ডারের মধ্য দিয়ে সিমেন্ট বাঁধানো গাছের তলাটায় গিয়ে একটা ঠোক্কর খেয়েই লাফিয়ে উঠল। তারপর এক-দুই-তিন ড্রপেতে সোজা গিয়ে ছিটকে গেল একটি এগিয়ে আসতে থাকা অ্যাম্বাসাডর গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন-এ...বকুল বাগান রোড আর রমেশ মিত্র রোডের সংযোগ স্থলে আশির দশকের প্রথম দিকে, এক জানুয়ারি মাসের দুপুরে কিছু বালক এবং তরুণের সমন্বয়ে 'রাস্তা-ক্রিকেট' জমে উঠেছিল দিব্যি।

বল গাড়ির উইন্ড স্ক্রিনে বারদুয়েক চুম্বন করে আবার আমাদের দলের এক ফিল্ডারের করায়ত্ত হলো। আর গাড়িটিও ধীরে ধীরে পুনরায় গতিপ্রাপ্ত হলো। আমরা দুপাশে সরে গিয়ে গাড়িটিকে যেতে দেয়ার জায়গা করে দিতেই সেটি একেবারে আমাদের প্রায় নাকের ডগায় চলে এল আর...আমরা দেখলাম, চালকের আসনের ঠিক পাশেই বসে আছেন তিনি। খোলা জানালার বাঁ দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি ছুঁয়ে যাওয়া অবস্থায় তিনি ব্যাটসম্যানকে বলে উঠলেন 'ওয়েল প্লেড'। মোটা ভারী ফ্রেমের চশমার ওপারে কী গভীর, প্রাণোচ্ছল উজ্জ্বল একজোড়া চোখ। দেখছেন মুখের দিকে—কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর দৃষ্টি ভেতর ফুঁড়ে দেখে নিচ্ছে একেবারে গোটা ভেতরটা।

সেদিনের সেই গাড়িতে বসে থাকা ভদ্রলোকটি ছিলেন মৃণাল সেন। ওই মুহূর্তে তেমন গা করিনি—কারণ বোধ-বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ তেমন গাঢ় ছিল না সে বয়সে। তবে বলাবাহুল্য, যত বড় হয়েছি তত সেই দিনের ওই মুহূর্তটাকে আঁকড়ে এগোনোর চেষ্টা করেছি। মৃণাল সেনের মতো অমন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যে মানুষকে কতটা ভালোবাসতেন, কী ভীষণরকম মাটির কাছাকাছি থাকতেন সেদিনের ওই 'ওয়েল প্লেড' শব্দ দুটোই তা বুঝিয়ে দিয়েছিল। পরে বড় হয়ে যখন বড় পর্দায় *খারিজ* বা *আকালের সন্ধানে* দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, তখন বুঝতে এতটুকু অসুবিধে

হয়নি—তাঁর চূড়ান্ত বাস্তবতার সহবাসে তৈরি ছবিগুলোর সাফল্য হলো—ওই মানবপ্রেম।

ওনার মতো এমনভাবে প্রথাগত নিয়মে—অঙ্কিক নিয়মের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে, নিজস্ব আদর্শ, বক্তব্য আর বিশ্বাসের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি করে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ঘরানা তৈরি করা—বিশ্ব চলচ্চিত্রের জগতে এ এক অন্যতম বিরল দৃষ্টান্ত।

এই মুহূর্তে মনের পর্দায় ভেসে উঠছে 'চালচিত্র' ছবির সেই বুক কাঁপানো দৃশ্য। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত উৎপল দত্ত এগিয়ে আসছেন পাইপ হাতে। তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ডের দেয়াল সাদা, চারপাশের সমস্ত সোফা সেট সাদা—বাহ্যিক দিক থেকে এই চরম বুর্জোয়া চরিত্রটির সহবাস সাদার সঙ্গে। কারণ—এনার অন্তর ভয়ংকর, দুর্বিষহ কালো। আর তাকে আড়াল করতেই তাঁর এত বাহ্যিক সাদার এলাহি আয়োজন এবং আড়ম্বর। আর...এর পরেই আসে সেই গভীর হাত-পা অসাড় হয়ে আসা, চেতনার দরজায় চরম আঘাত করা সেই দৃশ্য, সারি সারি মহিলারা একজোট হয়েছেন ওই সাদা ভড়ংধারী বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে। তাঁদের অস্ত্র—ঝাঁটা আর গলগলে, ভকভকে ধোঁয়া ওঠা উনুন। অর্থাৎ শুধুমাত্র আপাত-নিরীহ দুটি গৃহস্থালি বস্তুকে সম্বল করে, মা-মাসি, পিসি-মামি কাকি কিংবা দিদিরা কী মারাত্মক আর ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন সমগ্র বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে। ঠিক এখানেই মৃণাল সেনের স্বাক্ষর—তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর সৃজনশীলতা আর স্বকীয়তার। আর...ঠিক এ ক্ষেত্রেই তিনি সমাজের এক্কেবারে সাধারণ স্তরের মানুষকে তুলে নিয়ে এসে দেখানোর ক্ষমতা রাখেন যে—তারা রুখে দাঁড়ালে, প্রতিবাদ করলে কী মারাত্মক ব্যারিকেড কিংবা সৈন্যদল তৈরি হয়ে উঠতে পারে।

বারংবার সুযোগ খুঁজেছি মৃণাল সেনকে নিজের মতো করে জানার, বোঝার এবং তাঁকে আরও গভীরে গিয়ে খুঁজে চলার।

দুই.

মৃণাল সেন (১৪ মে ১৯২৩-৩০ ডিসেম্বর ২০১৮)-এর জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। আমার জন্মও ফরিদপুরে। একই আলো, বাতাস পেয়ে আমরা বড় হয়েছি। কিন্তু যখন ওনার নির্মাণশিল্পগুলো দেখি এবং ভাবি, তখন অন্য একজন মানুষকে খুঁজে পাই। তাঁর প্রত্যেকটি ছবির চরিত্রগুলো কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের হলেও তারা বাঙালি। আর এই জায়গায় আমাদের কাছের, পাড়ার প্রতিবেশী এবং পরিবারের ভিতর তাদেরকে খুব সহজেই খুঁজে পাই।

একদিন প্রতিদিন-এ যে মেয়েটি অনেক রাত করে একদিন বাড়ি ফেরে তাকে নিয়ে সমাজ, প্রতিবেশী এবং বাড়ির লোকের যে ভাবনা এবং মন্তব্য, তা আমাদের দুই বাংলার মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের একই চিত্র।

একজন ভালো মেয়ে কেন রাত করে বাড়ি ফিরবে! এই নগ্ন, কুৎসিত প্রশ্ন যে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এমনভাবে সমাজের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যাতে সমাজের মেয়েরা বাড়ি থেকে বের হতে ভয় পায়। বাংলার শ্রমজীবী মেয়েদের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন, তার শিল্প নিয়ে। বাংলা চলচ্চিত্রকে তিনি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

মৃণাল সেন মানেই একটা সত্য প্রতিজ্ঞা, সরলভাবে ভাবা। তিনি সব সময় একটা দাগ রেখে যেতে চেয়েছেন মানুষের মনে, হৃদয়ে।

সময় ও সমাজকে তিনি ধরেছেন বড় নগ্নভাবে তার সিনেমায় নানাভাবে। তাই বাঙালি চলচ্চিত্রপ্রেমীরা আজও আনন্দ পায়, দুঃখ পায়, তাঁর কালজয়ী ছবি *আকালের সন্ধানে* (১৯৮০), *ভুবন সোম* (১৯৬৯), *বাইশে শ্রাবণ* (১৯৬০), *খারিজ* (১৯৮২), *মৃগয়া* (১৯৭৬), *একদিন প্রতিদিন* (১৯৭৯), কলকাতা ট্রিলজি—*ইন্টারভিউ* (১৯৭১), *কলকাতা ৭১* (১৯৭২), *পদাতিক* (১৯৭৩) দেখে।

এই উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক সচেতনতার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তিনি। মৃণাল সেন ছিলেন অত্যন্ত সাহসী একজন পরিচালক। তিনি তীব্রভাবে বিশ্বাস করতেন সিনেমা শুধু বিনোদনের জন্য তৈরি হয় না একটি সিনেমা দিয়ে মানুষকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব। তার সিনেমায় সস্তা ফুটপাত, পাড়ার অলিগলি, চায়ের দোকান, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট, শহরের বস্তি থেকে সদ্য নির্মিত হাইরাইজ দালানগুলো অদ্ভুত সব ম্যাজিক তৈরি করেছে। তিনি সব সময় পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন।

আজ তাঁর এই জন্মশতবর্ষে এসে মনে হচ্ছে বাঙালি শুধু একজন বিখ্যাত চিত্রপরিচালককে হারায়নি সমাজকে নতুনভাবে ক্যামেরার লেন্সে রাখা দুটো চোখ হারিয়েছে। *কবি প্রকাশনী*র পক্ষ হতে এই বিশ্বখ্যাত নান্দনিক চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন-এর জন্মশতবর্ষে সামান্য উপহার। পরিশেষে এই সংকলন পাঠকের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের যৌথ শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত সম্পাদক

সূচিপত্র

আপনজন

কুণাল সেন—বন্ধু তোমায় এ গান শোনাব বিকেলবেলায় ১৭

মৃণাল সেন

'কাফন' থেকে 'ওকা উড়ি কথা' ২৭

সিনেমার দর্শন ৩১

সিনেমার ভবিষ্যৎ ৩৭

'দি গোল্ড রাশ' ও চ্যাপলিন ৪৩

আমার প্রথম বই ৪৮

শিল্পীর সংগ্রাম—চ্যাপলিনের জীবন ৫২

সত্যজিৎ রায় ৬৩

রবি ঘোষ ৬৭

মূল্যায়ন

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়—ভারতীয় সিনেমা ও মৃণাল সেন ৭১

আদিদেব মুখোপাধ্যায়—মৃণালে জড়িয়ে থাকা মহাপৃথিবীর সন্ধানে ৮৩

উজ্জ্বল চক্রবর্তী—নান্দনিক দূরত্ব নয়, মৃণালের লক্ষ্য দার্শনিক দূরত্ব ৮৬

উৎপল দত্ত—উঠে দাঁড়াও—মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' ১০১

কৌশিক রায়চৌধুরী—মৃণাল সেনের ছবি : ছবিজুড়ে আমাদেরই মুখচ্ছবি ১০৫

গীতা সেন—টুকরো কথায় মৃণাল সেন ১১৯

গৌতম ঘোষ—মৃণালদা তুমি আছ, আমাদের অনুপ্রাণিত করছ ১২৭

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়—মৃণালের কলকাতা, কলকাতার মৃণাল ১৩২

চিন্ময় গুহ—মৃণাল সেন : আমার চোখে ১৩৮

চৌধুরী মুফাদ আহমদ—মৃণাল সেনের চোখ ও মধ্যবিত্ত সমাজ ১৪০

তপন মল্লিক চৌধুরী—মৃণাল সেনের ইন্টারভিউ : সেলুলয়েডে মধ্যবিত্ত প্রতিবাদী যুবক ১৪৩

দাউদ হায়দার—মৃণালের ফরিদপুর বার্লিনেও ১৪৮

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়—মৃণাল সেন : সিনেমায় প্রথম কাজ 'দুধারা' ছবিতে ১৫১

দ্বৈপায়ন মিত্র—মৃণাল সেনের 'পদাতিক' ১৫৪

ধীমান দাশগুপ্ত—মৃণাল সেন—একটি নান্দনিক বিচার ১৫৮

নবনীতা দেবসেন—খারিজ : এক কল্পনির্ঝর? ১৭০

নির্মল ধর—মৃণাল সেনের ২৫ বছর ১৭৫
নুরুন্নবী নুর—মৃণাল সেনের আকালের সন্ধানে সিনেমার রিভিউ ১৮৯
নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়—প্রসঙ্গ : মৃণাল সেন ১৯২
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়—মৃণাল সেনের বাস্তব ১৯৭
পিয়াস মজিদ—ঝিলটুলি থেকে 'মহাপৃথিবী'র মৃণাল সেন ২০৬
প্রলয় শূর—জীবনের আর এক নাম যামিনী ২০৮
ফারুক হোসেন শিহাব—বাংলা চলচ্চিত্রে আধুনিকায়নের সংযোজক মৃণাল সেন ২২৭
বিধান রিবেরু—মৃণালের 'খণ্ডহর' : যান্ত্রিক যুগে আশার বেঁচে থাকার গল্প ২৩০
বেলায়াত হোসেন মামুন—অশনি সংকেত বনাম আকালের সন্ধানে : সত্যজিতের থিসিসের বিপরীতে মৃণালের অ্যান্টিথিসিস ২৩৬
মমতাশংকর—আমি মৃণালদার মেয়ে ২৬৪
মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়—মৃণাল সেন : বাংলা সিনেমার দ্রোহী পরিচালক ২৭০
মাধবী মুখোপাধ্যায়—নিজের জীবন নিয়েও রসিকতা ২৭৯
মিঠুন চক্রবর্তী—আমার অভিনয় গুরু ২৮০
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন—ভারতীয় চলচ্চিত্রে আধুনিকতার পথিকৃৎ মৃণাল সেন ২৮৪
মোহিত চট্টোপাধ্যায়—মৃণালদা ২৯০
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—তসবির আপনি আপনি : মৃণাল সেনের কিউবিজম ২৯৪
রুদ্র আরিফ—মৃণাল সেনের পৃথিবী : বাস্তবতার রুক্ষ প্রান্তর ছুঁয়ে প্রতিবাদী নিরীক্ষা ২৯৮
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়—খারিজ : রাজনৈতিক তাৎপর্য ৩০৩
শঙ্করলাল ভট্টাচার্য—অন্য মৃণালদা ৩০৭
শাহ্‌যাদ ফিরদাউস—ভুবন সোমের সোম-ভুবন ৩১২
সন্দীপ রায়—মৃণালবাবু ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন স্তম্ভ ৩১৭
সুবীর পোদ্দার—'আকালের সন্ধানে' কীসের অনুসন্ধান? ৩২১
সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়—মৃণাল সেন : সংকট ও সমকাল ৩৩২
সোমেশ্বর ভৌমিক—মৃণাল সেন : আখ্যান থেকে কবিতার দিকে? ৩৪২
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—মানিকদার চোখে থেকে গিয়েছিল মুগ্ধতা ৩৫১
সৌরভ চক্রবর্তী : অ-ছান্দিক ৩৫৩
সোহেলী তাহমিনা তাসমিন—মৃণাল সেন : ভিন্নধর্মী বাংলা চলচ্চিত্রের শেষ কান্ডারি ৩৫৭

সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর

সাক্ষাৎকার/১ ৩৬৫
সাক্ষাৎকার/২ ৩৭৩
সাক্ষাৎকার/৩ ৩৭৫
সাক্ষাৎকার/৪ ৩৭৭
সাক্ষাৎকার/৫ ৩৮১
সাক্ষাৎকার/৬ ৩৮৬
সাক্ষাৎকার/৭ ৩৯১
সাক্ষাৎকার/৮ ৩৯৫

প্রশ্নোত্তর : ১ ৩৯৯
প্রশ্নোত্তর : ২ ৪০২
প্রশ্নোত্তর : ৩ ৪০৮
প্রশ্নোত্তর : ৪ ৪২৩

পরিশিষ্ট

Shihab Sarkar—Social realism in Mrinal Sen's cinema ৪৩৩
V.K. Cherian—Mrinal Sen, the filmmaker for the 'larger minority' of the world ৪৩৬
জীবনপঞ্জি ৪৩৯
চলচ্চিত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ৪৪৫
ছবির অ্যালবাম ৪৪৮

আপনজন

বন্ধু তোমায় এ গান শোনাব বিকেলবেলায়

কুণাল সেন

স্মৃতিশক্তি এখন বড্ড বিশ্বাসঘাতকতা করে। অনেক কিছুই মনে পড়ে না সেভাবে। মৃণাল সেনের বাড়ি গিয়েও তাই আশ মিটিয়ে আলাপ হলো না ওঁর সঙ্গে। পুত্র কুণাল সেন তখন দেশে ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই কথায় কথায় উঠে এলো অনেক অজানা কথা।

বৈশাখের শাঝামাঝি কালবৈশাখীর হঠাৎ আগমন বিরল ঘটনা নয়; কিন্তু কালবৈশাখী-উত্তর কোনো এক বৃষ্টি-মাখামাখি সন্ধেয় মৃণাল সেনের বাড়িতে উপস্থিত হওয়া নিশ্চিতভাবেই নতুন, আনকোরা অভিজ্ঞতা।

মৃণাল সেন। ছিপছিপে লম্বা, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। ঠোঁটে পাইপ। বাংলা সিনেমার এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়, কিংবা নিজেই একটি স্বতন্ত্র 'যুগ'। তিনি নাগরিক, তিনি পদাতিক, তিনি চির-এক্সপেরিমেন্টাল। এই শহরের সঙ্গে নিরন্তর কথোপকথনে বিভোর।

এখন বয়স নব্বইয়ের কোঠায়। চেহারা যে খুব ভেঙে গিয়েছে, শরীর যে শশব্যস্ত রেখেছে সর্বদা তা হয়তো নয়। বয়স হলে টুকটাক রোগব্যাধি তো জ্বালাতন দেবেই! কিন্তু যেটা দুর্ভাগ্য, স্মৃতি মাঝেমধ্যেই বিশ্বাসঘাতকতা করে। পুরনো অনেক কিছু কখনো মনে পড়ে, কখনো পড়ে না, মানুষটি তখন যেন একলা ক্যানভাস, সাদা আঁচড়হীন।

এই কিংবদন্তির সঙ্গে তাই দেখা হলো, বহুদিনের আশা মিটল, অথচ সেভাবে কথা হলো না! গীতা সেন পাশেই ছিলেন। 'রোববার'-এর সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারলেন। 'ডাকনাম' অ্যালবামের প্রকাশ উপলক্ষ্যে মৃণাল সেনের কাছে গিয়েছিলেন। অনেক দিনের কথা। গীতা সেন তবু ভোলেননি। মনে করিয়ে দিলেন মৃণাল সেনকে। 'তোমার মনে আছে, ওরা কজন বন্ধু এসেছিল?'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে মাথা দোলালেন মৃণাল সেন।

তাঁদের প্রবাসী পুত্র কুণাল সেন সম্প্রতি শহরে এসেছিলেন মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গেই আমরা কথা বললাম। সেই একান্ত সাক্ষাৎকার যখন চলছে, কয়েক ফুট দূরত্বেই বসে আছেন মৃণাল সেন, চোখ টেলিভিশনের পর্দায়,

আর টিভির পেছনের দেয়ালে লেপটে আছে বিরাট এক হরাইজন্টাল ফটোগ্রাফ, স্বয়ং মৃণাল সেনেরই, খর-চোখে নির্দেশনা দিচ্ছেন শুটিংয়ের—

... ...

'বাবা'কে আপনি 'বন্ধু' বলে ডাকতেন। বাবা-ছেলের আন্তঃসম্পর্কে এরকম সম্বোধন সত্যি খুব অন্যরকম। এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন?

কুণাল সেন : হ্যাঁ, আমি 'বন্ধু' বলেই ডাকতাম বাবাকে। এই সম্বোধন যে খুব জেনেবুঝে শুরু হয়েছিল তেমনটা নয়, কিন্তু পরে এই ডাকই স্থায়িত্ব পেয়ে যায়। 'বাবা'কে বাবা বলেই ডাকব, 'বন্ধু' বলব না, ভাবতেও পারতাম না।

তবে কি জানেন, ছোটবেলায় আমরা কেউ ব্যতিক্রমী হতে চাই না। 'ব্যতিক্রমী' শব্দটা ভালো লাগে একটু বড় হলে, মানে, যখন আমরা শব্দটার 'অর্থ' একটুআধটু বুঝতে পারি। ছোটবেলায় আর পাঁচজন যেমন যেমন করে, তেমন করতে পারলেই তৃপ্তি আসে বেশি। তো, আমি যে বাবাকে 'বন্ধু' বলে ডাকি, সেটা আমি ছোটবেলায় আমার বন্ধুমহলে প্রচার করতে খুব উৎসাহী ছিলাম না। তারা জানতে পারলেই হাজারও প্রশ্ন উঠবে। কেন এমন বলি—তার কৈফিয়ত দিতে হবে। অনেক হাঙ্গামা। তার চেয়ে এই 'ডাক' অতি ব্যক্তিগত 'সম্বোধন' হয়েই থাক না—এমন মনে হতো। মনে আছে, মাঝে মাঝে 'বন্ধু' আমাকে স্কুল থেকে আনতে যেত। 'কে নিতে এসেছে'—স্কুলে জিজ্ঞেস করলে আমি তৎক্ষণাৎ বলতাম : 'একটা লোক এসেছে।' আমার বাবা এসেছে আমাকে নিতে—এটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর, 'বন্ধু' নিতে এসেছে—এটা তো আমি বলব না। তাই এভাবেই এড়িয়ে যেতাম। বাবাও নিশ্চয়ই উপভোগ করত এই 'বন্ধু' বলে ডাকা।

জানেন, একবার তো একটা ভীষণ মজার ঘটনা ঘটেছিল। একদিন আমি ও আমার কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুকে নিয়ে 'বাবা' (থুড়ি 'বন্ধু') গাড়িতে করে (আমাদের নিজের গাড়ি নয় কিন্তু, শুটিংয়ের জন্য ভাড়া করা ভ্যান) ঘুরতে বেরিয়েছে। মেট্রো গলির পাশে কুলপি খাওয়া হবে সদলবলে। আমরা তখন বেশ ছোট, তাই গাড়ি থেকে নামার হুকুম নেই। আমরা বসে আছি, 'বন্ধু' গিয়েছে কুলপি আনতে। এমন সময় হঠাৎ গাড়িতে বসা একজনের জলতেষ্টা পেল, ওরকমই কিছু একটা ব্যাপার। আমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে বেরিয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের দেখভালের দায়িত্ব, তাদের ছোটখাটো সুবিধে-অসুবিধে আমাকেই দেখতে হবে। তাতে আমার আপত্তিও নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এবার বাবাকে ডাকব কী করে? বাবা তো কিছুটা দূরে। উভয়সংকটে পড়ে গেলাম। না ডাকলেও নয়, এদিকে সকলের সামনে 'বন্ধু' বলে ডাকতে পারছি না। অনেক ভেবে একটা উপায় বের করলাম। গাড়িতে বসেই আমি হাঁক পাড়লাম : মৃণালদা...।

মানে, ছোট থেকেই আপনার সঙ্গে বাবার একটা অকপট সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, তা হয়েছিল। সে জন্যই হয়তো বাবা কখনো কোনো বিষয়ে আমাকে জোর করেনি। বাঙালি বাড়ির আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের ওপর যেমন 'এটা করতে হবে সেটা করতে হবে' জাতীয় বিবিধ নির্দেশিকা থাকে, তেমন গাইডলাইন কখনো দেয়া হয়নি আমাকে। এ ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।

তার মানে, সিনেমাসংক্রান্ত পরিবেশে বড় হলেও সিনেমা আপনাকে বানাতেই হবে এরকম কোনো প্রেশার কখনো অনুভব করেননি?

শুধু সিনেমা কেন, কোনো বিষয়েই আমাকে কখনো প্রেশার দেয়া হয়নি। যেমন, পুজোআচ্চা বা ধর্মের সঙ্গে 'বন্ধু'র কোনো আপস নেই। মৃণাল সেন কট্টর কমিউনিস্ট। অথচ আমি যখন বাড়িতে সরস্বতী পুজো করতে চেয়ে আবদার করেছি, বাধা দেয়া হয়নি আমাকে, বারণও করা হয়নি। 'বন্ধু' সম্মতি দিয়েছিল বাড়িতে সরস্বতী পুজো করার। তেমনই 'বন্ধু'র শুটিংয়ের সময় আমাকে স্পটে যেতে হবে, লোকেশনে থাকতেই হবে—এরকম বলা হয়নি। ইচ্ছে হলে গিয়েছি। তখন আবার আটকানোও হয়নি।

এখানে একটা তথ্য জানিয়ে রাখি। আমি পাঠভবনে পড়তাম। যেখানে আমার সহপাঠী ছিল 'বাবু', অর্থাৎ সন্দীপ রায়, সত্যজিৎ রায়ের ছেলে। আমারও ডাকনাম 'বাবু'। আবার ঋত্বিক কাকুর ছেলের ডাকনামও 'বাবু'। ডাকনামের এরকম সমাপতন আমাকে খুব অবাক করত। বাঙালি ছেলের ডাকনাম 'বাবু' হবে—এতে আর বৈচিত্র্য কী? কিন্তু সমসময়ের তিনজন পৃথিবীবিখ্যাত ফিল্মমেকারই তাঁদের ছেলের ডাকনাম রেখেছেন 'বাবু'—ভারি আশ্চর্য নয় কি? এই তিনজন পরিচালক বাংলা সিনেমাকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করেছেন। এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন নেই। এঁরা প্রত্যেকেই সৃজনশীল মননের অধিকারী। অথচ ছেলেদের নামকরণের বেলায় সেটার দেখা নেই! (সহাস্যে) বোঝা যায়, ওঁদের মৌলিক প্রতিভার কতটা অংশ ছেলেদের নামকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। বলুন তো, 'বাবু'র মতো মোস্ট আনইমাজিনেটিভ ডাকনাম আর কটা হয়?

বাড়িতে সিনেমার পরিবেশ ছিল। সহজেই অনুমেয়, সিনেমা নিয়ে আলাপ-আলোচনাও চলত বিস্তর। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো বিষয় বাড়িতে বহুচর্চিত হলে তার প্রতি একটা বিকর্ষণ তৈরি হয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে। আপনার বেলায় কি সেরকম কিছু ঘটেছিল? না, আপনি সচেতনভাবেই অন্য পেশা বেছে নিয়েছিলেন?

আমি সচেতনভাবেই অন্য পেশায় এসেছি। সিনেমা নিয়ে বাড়ি থেকে যেমন প্রেশার ছিল না, তেমনই বিকর্ষণের ব্যাপারও ছিল না। সিনেমা দেখতে ভালো লাগত।

প্রচুর সিনেমা মন দিয়ে দেখতাম। একটু বড় হয়ে বাবার সিনেমা নিয়ে বাবার সঙ্গেই অনেক কথা বলেছি। বিশ্বসিনেমার পরিপ্রেক্ষিত তখন চলেই আসত। কিন্তু আমার পেশাগত আগ্রহের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, টানাপোড়েন নেই।

ছোট থেকে সায়েন্সের দিকে আমার অসম্ভব আগ্রহ ছিল। ফিজিক্স ভালো লাগত। পরে ফিজিক্সের গবেষণা করতেই আমেরিকা চলে যাই। আর্টবাড়ির ছেলে হয়েও আমি যে সায়েন্সমুখী হলাম 'বন্ধু' এতে কখনো আপত্তি করেনি। এখন তো মনে হয়, 'বন্ধু'র সমর্থন ছিল বলেই আমি এটা করতে পেরেছি।

একটা অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, বুড়ো বয়সে এসে গত তিন বছর ধরে আমি একটা আর্ট ফর্মের সঙ্গে জড়িত হয়েছি। 'কিনেটিক আর্ট'। নানারকম ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি 'মিডিয়াম' হিসেবে ব্যবহার করে আমি ভাস্কর্য ও ইনস্টলেশন তৈরি করি। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতিগুলো নড়াচড়া করে, মুভমেন্ট আছে সেগুলোর। এবং সেগুলো কম্পিউটার দ্বারা পরিচালিত হয়। খুব নতুন ধরনের একটা আর্ট ফর্ম। টেকনোলজি ও যন্ত্রের প্রতি আমার আগ্রহ ছোট থেকেই। আবার আমি এমন পরিবেশে বড় হয়েছি যেখানে আর্টেরই প্রাধান্য থেকেছে বরাবর। এ দুয়েরই সম্মিলিত প্রকাশ ঘটল হয়তো কিনেটিক আর্ট ফর্মের মাধ্যমে। খুব উপভোগ করছি আমি এটা। এ বয়সে নতুন কিছু করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। তার ওপর আমাকে কম্পিট করতে হচ্ছে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের টগবগে তরুণদের সঙ্গে। অবশ্য আমার যেটা সুবিধে, অর্থনৈতিকভাবে আমি এটার ওপর নির্ভরশীল নই।

এই 'কিনেটিক আর্ট ফর্ম' নিয়ে আপনার সঙ্গে মৃণালবাবুর কথা হয়েছে কখনো?

'ফর্ম' হিসেবে এই 'কিনেটিক আর্ট'-এর বয়স তেমন বেশি নয়। এটার সম্বন্ধে 'বন্ধু'র আগাম ধারণা তেমন ছিল না। আমিই প্রথম বলেছি এটার ব্যাপারে। যতটা সহজ করে বুঝিয়ে বলা যায়, বলেছি। কিন্তু এখন 'বন্ধু'র স্মৃতিশক্তি একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। সব কথা সবসময় সেভাবে রেজিস্টার করে না। তবে এমনিতে 'টেকনোলজি'র প্রতি 'বন্ধু'র কোনো বিমুখতা নেই।

একটু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি এবার। আপনি দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসী। যখন মৃণাল সেন বুঝতে পারলেন আর ফিরবেন না এ দেশে, কী প্রতিক্রিয়া ছিল ওঁর?

হ্যাঁ, আমি দেশছাড়া বহুদিন। প্রায় ৩২ বছর হতে চলল শিকাগোয় আছি। নতুন জায়গায় শিকড় ছড়াতে আমার একটু সময় লাগে। তবু বলব, শিকাগোতে শিকড় অনেকটাই গভীর ও দৃঢ় হয়েছে এখন আমার। সেই সঙ্গে দেশে ফিরে আসার সম্ভাবনা আরও ফিকে হয়ে এসেছে। 'বন্ধু' যখন এটা প্রথম বুঝতে পারে, মনে মনে বিষণ্ন কি হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছিল। তবে, আমাকে জোর করেনি দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে। বাধাও দেয়নি।